চায়ের মুখ্য ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

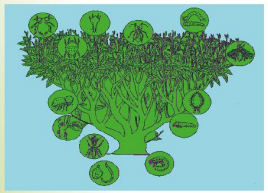

চা উৎপাদনের যেসব অন্তরায় রয়েছে তাদের মধ্যে চায়ের ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ, রোগবালাই ও আগাছা অন্যতম। বাংলদেশ চায়ে এখন পর্যন্ত ২৫ প্রজাতির পতঙ্গ, ৪ প্রজাতির মাকড় ও ১০ প্রজাতির কৃমিপোকা সনাক্ত করা হয়েছে। অনিষ্টকারী এসব পোকামাকড় বছরে গড়ে প্রায় ১০-১৫% ক্ষতি করে থাকে। নিম্নে চায়ের মুখ্য ক্ষতিকারক পোকামাকড় এর পরিচিতি ও তাদের সমন্বিত দমন ব্যবস্থা আলোচনা করা হলো।

১) চায়ের মশা

Tea mosquito bug, *Helopeltis theivora*

চায়ের এই শোষক পোকাটির নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ চায়ের কচি ডগা ও পাতার রস শোষণ করে থাকে এবং বিষাক্ত লালা নি:স্বরণ করে থাকে। ফলশ্রুতিতে আক্রান্ত অংশ এক দিনের মধ্যেই কালো হয়ে যায়। ব্যাপক আক্রমনে নতুন কিশলয় গজানো বন্ধ হয়ে যায়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

- হেলোপেলটিস প্রতিরোধী জাত/ক্লোন ব্যবহার করতে হবে। বিটি-১, বিটি-২, বিটি-৭, বিটি-৮, বিটি-১০, বিটি-১২ ও বিটি-১৬ জাতের ক্লোনসমূহ তুলনামূলকভাবে হেলোপেলটিস প্রতিরোধী।
- চা বাগান অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- যেহেতু মশা কচি ডগায় ডিম পাড়ে তাই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার আগেই শস্য মৌসুমে প্লাকিং রাউন্ড অবশ্যই ৭-৮ দিন অনুসরণ করতে হবে। এতে মশার ৮০% ডিম বিনষ্ট করা সম্ভব।
- শুষ্ক মৌসুমে হেক্টর প্রতি ২.২৫ লি. হারে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ৫০০ লি. পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে। স্প্রে অবশ্যই প্লাকিং এর পরের দিন করতে হবে।
- বর্ষা মৌসুমে হেক্টর প্রতি ৫০০ মি.লি. হারে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড ১০ ইসি) অথবা ডেল্টামেথ্রিন (ডেসিস ২.৫ ইসি) আলফা সাইপারমেথ্রিন (এক্সিস ১০ ইসি) অথবা ৫০০ মি.লি. হারে ডাইমেথিয়ন + সাইপারমেথ্রিন (রাইনেট ২৩ ইসি) বা ১২৫ গ্রাম হারে থায়োমেথোক্সেম (রেনোভা ২৫ ডব্লিউজি) বা ১৫০ মিলি হারে থায়োমেথোক্সেম + এমামেক্টিন বেনজোয়েট (শেংলি ৩০ এসসি) বা ৩৭৫ মিলি হারে থায়াক্লোপ্রিড (ক্যালিপসু ২৪০ এসসি) ৫০০ লি. পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে। চায়ের মশা দমনে ব্যারিয়ার স্প্রেয়িং খুবই ফলপ্রসু।

২) লাল মাকড়

Red spider mite, *Oligonychus coffeae*

এরা আকারে অতি ক্ষুদ্র। এদের লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ মাকড় পরিণত পাতার উপর ও নীচ থেকে আক্রমন করে থাকে। ক্রমাগত রস শোষনের ফলে আক্রান্ত পাতার উভয় দিক তাম্রবর্ণ ধারণ করে এবং শুষ্ক ও বিবর্ণ দেখায়। উপর্যুপরি আক্রমনে সম্পূর্ন পাতা ঝরে যায় ও কিশলয় ক্ষীণ বা লিকলিকে হয়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনাঃ

- চা বাগান অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- আক্রান্ত চা বাগানে পর্যাপ্ত ছায়াপ্রদানকারী গাছ লাগাতে হবে।
- চা বাগানে গবাদি পশুর (গরু-ছাগল) বিচরণ বন্ধ করতে হবে যা লালমাকড়ের বাহক হিসেবে কাজ করে।
- আগাম শস্য মৌসুমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে হেক্টর প্রতি ২.২৫ কেজি হারে সালফার (কুমুলাস ৮০ ডব্লিউপি) ১০০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫-৬ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে।
- প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসাবে হেক্টর ১.০০ লিটার হারে প্রোপারজাইট (ওমাইট ৫৭ ইসি) বা ফেনপোপেথ্রিন (ডেনিটল ১০ ইসি) বা ৬০০ মিলি হারে ফেনাজাকুইন (ম্যাজিস্টার ১০ ইসি) বা ৫০০ মিলি হারে হেক্সিথায়াজক্স (মাইট স্ক্যাভেঞ্জার ১০ ইসি) বা ৪০০ মিলি হারে স্পাইরোমেসিফেন (ওবেরন ২৪০ এসসি) ১০০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৬-৭ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

৩) থ্রিপ্স

Thrips, *Scirtothrips dorsalis*

থ্রিপ্স অতি ক্ষুদ্র বাদামী রংয়ের পোকা। নার্সারী ও অপরিণত চায়ের অন্যতম অনিষ্টকারী কীট। নার্সারী ও স্কিফ এলাকায় এদের আক্রমন বেশী পরিলক্ষিত হয়। আবাদী এলাকায় ছাঁটাই উত্তর নতুন কিশলয়েও এদের আক্রমন দেখা যায়। অপ্রস্ফুটিত কুঁড়িতে ক্রমাগত রস শোষণের ফলে পাতার উপরিভাগের মধ্যশিরার দু'পাশে দুটি লম্বা শোষণ রেখা দেখা যায় যা কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হলে দৃশ্যমান হয়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

- আক্রান্ত সেকশনে পর্যাপ্ত ছায়া প্রদানকারী গাছ লাগাতে হবে। সেকশন অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- আঠালো হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করেও এ পোকা দমন করা যায়।
- আবাদীতে প্লাকিং রাউন্ড অবশ্যই ৭-৮ দিন অনুসরণ করতে হবে।
- হেক্টর প্রতি ১.০০ লি. হারে কুইনালফস (কুইনার ২৫ ইসি) বা ১.০০ লি. হারে ক্লোরফেনাপির (ইন্টাপ্রিড ১০ এসসি) বা ২৫০ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড (ইমিটাফ ২০ এসএল) ৫০০ লি. পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে। কচি ডগা ও কচি পাতার নিচে স্প্রে করতে হবে।

৪) লুপার ক্যাটারপিলার

Looper Caterpillar, *Biston suppressaria*

লুপার ক্যাটারপিলার মথের অপরিণত দশা। অপরিনত ক্যাটারপিলার কচি পাতার কিনারা ছিদ্র করে এবং পরে কিনারা রারাবর খেতে থাকে। এক সময় মধ্যশিরা বাদে সম্পূর্ণ পাতাই খেয়ে ফেলে। পূর্ণ বয়স্ক ক্যাটারপিলার পরিণত পাতা খেতে শুরু করে এবং আক্রমন ব্যাপক হলে পুরো গাছটি পাতাবিহীন হয়ে পড়ে। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য চলার সময় লুপ তৈরী করে চলে।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

- আক্রমন কম হলে ক্যাটারপিলার হাত দিয়ে সংগ্রহ করে মেরে ফেলা যায়।
- সোলার আলোক ফাঁদ কিংবা আঠালো হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করেও এ পোকার পূর্ণাঙ্গ মথের সংখ্যা কমানো যায়।
- আক্রমন বেশী হলে হেক্টর প্রতি ৫০০ মিলি হারে ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি (ডেসিস) বা ১.০০ লি. হারে কুইনালফস ২৫ ইসি (কুইনার/বিরাত) বা ৫০০ গ্রাম হারে এমামেক্টিন বেনজোয়েট (ম্যাকডোয়েট ৫ ডব্লিউডিজি) বা ২৫০ গ্রাম হারে ফ্লুবেনডিয়ামাইড (বেল্ট ২৪ ডব্লিউজি) ৫০০ লি. পানিতে মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ও মাটিতে স্প্রে করতে হবে। তবে ৭ দিনের মধ্যে অবশ্যই ২য় রাউন্ড স্প্রে করা বাঞ্চনীয়।

*চায়ের অনুমোদিত কীটনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে বিটিআরআই এর ১৪২ নং সার্কুলার অনুসরণ করা যেতে পারে।

জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগঃ

ড. মোহাম্মদ শামীম আল মামুন
উর্ধবতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ও
প্রকল্প পরিচালক
নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ চা বোর্ড, পঞ্চগড়।
মোবাইলঃ ০১৭১২১১৯৮৪৩

জনাব মোঃ আমির হোসেন
উন্নয়ন কর্মকর্তা
নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ চা বোর্ড, পঞ্চগড়।
মোবাইলঃ ০১৭৭১৫০৭৭৯২

জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক
সহকারী খামার তত্ত্বাবধায়ক
নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ চা বোর্ড
ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর।
মোবাইলঃ ০১৭৩৯৪০৭২১২

জনাব মোঃ জায়েদ ইমাম সিদ্দিকী
উর্ধবতন খামার সহকারী
নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ চা বোর্ড, নীলফামারী।
মোবাইলঃ ০১৭৩৬০৩৬০৬৫

প্রকাশনায়ঃ নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প, বাংলাদেশ চা বোর্ড, পঞ্চগড়।

ডিজাইন ও মূদ্রণঃ বর্ণিল প্রিন্টিং প্রেস, পঞ্চগড়। #০১৭৯৯ ২৪২৬৫৮